"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের লৌকিক - অলৌকিক পরিবারের প্রতি দায়িত্ব - কর্তব্য পালন করতে হবে, কিন্তু কারোর প্রতি মোহ রাখবে না, তোমাদের মোহজিৎ হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - এই সময় হলো অন্তিম সময়, তাই বাবার কোন্ শ্রেষ্ঠ মত সবাইকে শোনাতে থাকবে?

*উত্তরঃ - বাবার শ্রেষ্ঠ মত শোনাও যে, শেষ সময়ের পূর্বে নিজের পাপের হিসাবপত্র পরিশোধ করে নাও । নিজের ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিহারি (সমর্পণ) যাও । অন্তিম সময়ের পূর্বে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা মুক্তি - জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিয়ে নাও । সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এখনই করতে হবে । বাবার কাছে সবকিছু সমর্পণ করে দিলে তাহলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত করবে । বাবার হয়ে প্রতি পদে তাঁর নির্দেশ নিতে থাকো ।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । তোমাদের এখন ৩ বাবার সাথে সম্বন্ধ পালন করতে হবে । ভক্তিমার্গে দুই বাবার সাথে সম্বন্ধ পালন করতে হয় । সত্যযুগে যখন থাকো তখন এক বাবার সাথে সম্বন্ধের কর্তব্য পালন করতে হয় । ঠিক না? এই হিসাব বুদ্ধিতে বসছে তো? যার হতে হয় তার সাথেও সম্বন্ধ পালন করতে হয়। তাই বাবা বলেন, লৌকিক কুটুম্ব পরিবারের প্রতিই দায়িত্ব কর্তব্য দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হয় অন্তিম সময় পর্যন্ত । কোনো লৌকিক সম্বন্ধীকে যদি চিঠি লেখো তাহলে তা ভায়া পোস্ট অফিস যায় । এখানেও তোমরা অসীম জগতের পিতাকে চিঠি লেখো, শিব বাবা, কেয়ার অফ ব্রহ্মা । এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারে না । এখানে যদি কোনো নতুন মানুষ এসে বসে, আর বাবা বলেন, তোমার তিন বাবা, তাহলে বুঝতে পারবে না । এক হলো লৌকিক বাবা । দ্বিতীয় - এই সঙ্গমযুগী অলৌকিক বাবা আর তৃতীয় হলো পারলৌকিক বাবা, তিনি তো সকলেরই । ভক্তিমার্গেও আছেন, এখনো আছেন । এ কেউই জানে না । কেবল তাঁর মহিমা আর পূজা করে । বাচ্চারা, তোমরা এই তিন বাবারই জীবন কাহিনী জানো । তোমাদের কতো কথা বোঝাতে হয় ।

সত্যযুগে সবাই সদ্গতিতে থাকে । সকলেই সেখানে সুখী । সকলেই সুখধাম আর শান্তিধামে থাকে । রাবণরাজ্যে সবাই দুঃখী । দেবতারা যখন বামমার্গে যায় তখন নামতে থাকে । দেখানো হয় যে, সোনার দ্বারকা জলের তলায় চলে গিয়েছিলো । এই চক্র ঘুরতেই থাকে । নতুন যখন উপরে আসবে তখন পুরানো নীচে চলে যাবে । তারপর আবার সত্যযুগ নীচে চলে যাবে আর কলিযুগ উপরে এসে যাবে । তারপর সত্যযুগ আবার কখন উপরে আসবে ? পাঁচ হাজার বছর পরে । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন এই সম্পূর্ণ নলেজ এসে গেছে । এই জ্ঞান তো সহজ । কেবল যোগের জন্য পরিশ্রম করতে হয় । কেউ বেশী স্মরণ করে, কেউ আবার কম স্মরণ করে । মাতা - পিতা তাই বাচ্চাদের বোঝান - লৌকিক সম্বন্ধীদের থেকে মোহমুক্ত হয়ে কর্তব্য পালন করতে হবে । আজ নয় তো কাল তাদের বুদ্ধিতেও বসবে । বুঝতে পারবে, এ তো ঠিক । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । কোনো সাধুসন্ত বা গুরুদের স্মরণ করা চলবে না । স্মরণ তো চৈতন্যকেও করে আবার জড়কেও করে । সত্যযুগে কারোর মধ্যেই মোহ থাকে না । ওখানে সবাই মোহজিৎ থাকে । এখানে সকলের মধ্যে মোহ থাকে । তফাৎ তো আছে, তাই না । ড্রামাতে প্রতিটি যুগের নিয়মকানুন সেই যুগের মতো । একথা বাবা বসেই বোঝান কেননা বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । ইনিও বাবা, আবার উনিও বাবা । উনিও ক্রিয়েটর, আবার ইনিও ক্রিয়েটর । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি করেন । বাবা তোমাদের দত্তক নেন । এই দত্তক নেওয়া অর্থাৎ নিজের করে নেওয়া । যারা শূদ্র ধর্মের, যাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, বাবা তাদেরই দত্তক নেন । বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জেনেছো আর বাবার দ্বারা এই সৃষ্টিচক্রকেও জেনেছো । বাবার কাছে তোমরা কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, তাও জেনে গেছো । তোমরা বড়, তোমরা বুঝতে শিখেছো, তাই তো এডাপ্ট হয়েছো । না বুঝে কিভাবে এডাপ্ট হবে ? কারোর নিজের সন্তান না হলে সে অন্যের সন্তানকে আপন করে নেয় । বিত্তবানরাই দত্তক নিতে পারে । গরীব তো বাচ্চা দত্তক নিতেই পারবে না । বাবা বলেন, আমার বাচ্চাদের চাই । তাহলে অবশ্যই দত্তক নেবেন । এও তোমরাই জানো যে - বাবা তাদেরই দত্তক নেবেন, যাদের পূর্ব কল্পে নিয়েছিলেন । পূর্ব কল্পে যে অভিনয় চলেছিলো, তাই আবার রিপিট হতে থাকবে । যখন আমার হবে, তখন আমি তাদের পড়াবো । তোমরা বাবাকে আর ঘরকে স্মরণ করো । সুখধাম আর শান্তিধামকে স্মরণ করা খুবই সহজ কিন্তু এতে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । ছোটো বাচ্চারা বুঝতে পারবে না । তারা কেবল 'বাবা - বাবা' বলবে, আর কারোর কাছেই যাবে না । এখানে তো সবই হলো গুপ্ত কথা । বোধও আছে - এখানে বুদ্ধিকে শক্তি প্রদান করা হয় । এই শক্তি প্রাপ্ত করলে বুদ্ধি সোনার মতো হয়ে যায়

। কেউ দুর্বল হলে তাকে সোনার সলিউশন খাওয়ানো হয় । সোনার জলও তৈরী করা হয় । এখানে তো তোমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্ত করছো । এখানে এই জ্ঞানই হলো উপার্জন । জ্ঞান তো সবাই একই প্রাপ্ত করে, এরপর যারা যেমন পুরুষার্থ করবে । এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার বা ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কথা নেই । তোমাদের কেবল বাবার হতে হবে । বাবার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে । সারাদিন তো নিরন্তর স্মরণ করতে পারবে না । কাজকারবারও করতে হবে । কারোর আবার তো কোনো কাজকর্মও নেই তবুও স্মরণ করতে পারে না । যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা আসবে পুরুষার্থ করতে হবে । সেই বায়ুমণ্ডল তখন দেখা যাবে । তখন বুঝতে পারবে যে, সময় নিকটে চলে আসছে । যখন অতি দুঃখ আসবে তখন সবাই ভগবানকে স্মরণ করতে থাকবে । মৃত্যুও সামনে দৃশ্যমান হবে । তোমাদের মধ্যেও সকলেই নিজের অবস্থা বুঝতে পারবে যে, আমাদের উপার্জন কম হয়ে গেছে । যোগে থাকলে আত্মার থেকে খাদ দূর হতে থাকবে । বাবাও তখন বুদ্ধির তালা ঢিলা করে দেবেন । মানুষ অসুখের সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে কারণ তারা তখন ভয় পায় । সবাই তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে -- রামকে ডাকো, রামকে ডাকো । বাবাও বলেন, তোমরা বাবাকে আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো । একে অপরকে সচেতন আর সাবধান করে উন্নতিতে যেতে হবে । এমন নয় যে পুরুষ শ্রীমতে চললো আর স্ত্রীকে চলালো না । এই জোড়া হলো হাফ পার্টনারের, কিন্তু এখন এই হাফ পার্টনারও বোঝে না । কেউ কেউ আবার সম্মান রাখে । না হলে, আজকাল এমন বাচ্চা হয়েছে যারা বাবার সম্পত্তি উড়িয়ে দেয়, মাকে জিজ্ঞেসও করে না । ওখানে তো এইসব ঘটনা হয় না, কখনো কোনো দুঃখ হয় না । এখানে তো প্রথমে দুঃখই প্রাপ্ত হয়, বিবাহ করে আর কাম কাটারি চালাতে থাকে । দেবীদের তলোয়ার ইত্যাদি দেখানো হয় । বাস্তবে এ হলো জ্ঞানের অলংকার । স্বদর্শন চক্রও দেবতাদের নেই । এ থাকে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের । গদাও তোমাদের চিহ্ন । জ্ঞানের গদায় তোমরা মায়াকে জয় করো । বাকি, ওখানে এইসব জিনিসের দরকার হয় না । ওখানে সবাই খুবই মস্তিতে থাকে । ওখানে তপস্যা করারও কোনো প্রয়োজন হয় না । তারা তো তপস্যার ফল ভোগ করে । সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তারা থাকে । সে হলো ফরিস্তাদের দুনিয়া । ফরিস্তারা এখানে থাকে না । দেবতাদের দেবতা বলা হবে । ওরা হলো ফরিস্তা আর এখানে হলো মনুষ্য । সকলেরই আলাদা আলাদা সেকশন । সত্যযুগে দেবতারা রাজত্ব করেন । সে হলো টকি (সবাক) দুনিয়া । সূক্ষ্মবতনে হলো মুভি দুনিয়া । দুনিয়াও তিনটি -- মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আর স্থূলবতন । তিন লোক তো বলা হয়, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা প্রত্যক্ষভাবে আছে । মনুষ্য তো শোনা কথায় চলতে থাকে । তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে, এই দুনিয়ার চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । তিন লোককেও তোমরা জানো । বাবা ছাড়া আর কেউই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলতে পারে না । কেউই ত্রিকালদর্শী নয় । এ তো কেউই জানে না যে, মূলবতনে আত্মারা কোথায় আর কিভাবে থাকে ।তোমরা জানো যে, ওখানে আত্মাদের ঝাড় আছে । সেখান থেকে নম্বরের ক্রমানুসারে আসতে থাকে । আমরা সব আত্মা বাচ্চারা শিব বাবার গলার মালা । যেভাবে বংশের তালিকা বানানো হয় । খ্রিস্টানরাও বৃক্ষ (খ্রীষ্টমাস ট্রি) তৈরী করে । তারাও উৎসবের খুশী পালন করে । ক্রাইস্টের জন্মদিন পালন করে । এখন তোমরা কার জন্মদিন পালন করবে? মানুষ এ কথা জানেই না যে, আমাদের ধর্মস্থাপক কে? আর সকল ধর্ম স্থাপকগণের হিসেবনিকেশ আছে । দেবী - দেবতা ধর্ম কে স্থাপনা করেছিলেন একথা কেউ জানেই না । বাবা বসে বোঝান যে, মেজরিটি হলো মাতাদের । শক্তিদের মান বৃদ্ধি করা উচিত । এমন নয় যে, আমাদের দেহ বোধ এসে গেলো, আমরা হুঁশিয়ার । তা নয় । তবুও মাতার সম্মান করতে হবে । নামই হলো ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় । জ্ঞানের কলস মাতাদের মস্তকে রাখা হয় । তারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন । সরস্বতীর হাতে সেতার দেখানো হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ আর সরস্বতীর সম্পর্কও জানে না । সরস্বতী হলো ব্রহ্মার পুত্রী । এও খুব কম মানুষই জানে । তোমাদের প্রতিটি বিষয়ই খুব ভালোভাবে বোঝানো হয় ।

বাবা বুঝিয়েছেন - এই জ্ঞান - যোগ ছাড়া কেউই মুক্তি আর জীবনমুক্তি পেতে পারবে না । আর সবাই তো এইসব পড়বেও না । প্রত্যেককেই নিজের - নিজের হিসেবনিকেশ শোধ করতে হবে । পাপের সাজা তো ভোগ করতেই হয় । দুনিয়ার মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না যে, এ হলো শেষ সময় । তোমাদের সব পাপের হিসেবনিকেশ শোধ হয়ে যায় । তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য এতটা জমা করতে হবে যাতে অর্ধেক কল্প পর্যন্ত চলতে পারো । সমস্ত পুরুষার্থ এখনই করতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা সবকিছু বলিদান করে দাও তাহলে ২১ জন্মের জন্য তার ফল প্রাপ্ত করবে । গরীবরা চট্ করে সওদা করতে পারে । যাদের কাছে লাখ - কোটি টাকা আছে, তাদের বুদ্ধিতে বসে না । বাবা কিছুই নেন না । তিনি বলেন - তোমরা ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো । তোমরা আমার শ্রীমতে চলো । আমি তো জয় করেছি । কেউ জীবিত অবস্থায় ট্রাস্টে দিয়ে দেয় । তারা মনে করে, হঠাৎ মারা গেলে ঝগড়াঝাঁটি লেগে যাবে । বাবাও (ব্রহ্মা) জীবিত অবস্থায় বসে আছেন । তিনি বলেন - তোমরা বাবার হয়ে তাঁর নির্দেশ মতো চলো । এটা করবো, নাকি করবো না ? বাবা রায় দেন - করলে করো, সবকিছুই এক একজনের অবস্থার উপর নির্ভর করে । কেউ উইলও করে ফেলে । মোহও অনেকের মধ্যে আছে, যারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও দিয়ে দেবে । বাবার কাছে অনেক চালাকও আসে - তারা বাচ্চাদের দিয়ে বাকি

নিজের জন্য রেখে দেয় । বাকি আমরা এই দিয়েই চালাই । এমনও করে থাকে । ইনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা । ইনি তাঁর প্রতিটা বাচ্চাকে জানেন, ড্রামাকেও জানেন । বুঝতে পারেন, এতে কোনো অর্থের দরকার নেই । ওই মিলিটারিদের জন্য গভর্নমেন্ট অনেক খরচ করে । তোমাদের কিছুই খরচ নেই । এতে রাত - দিনের তফাৎ । তোমরা জানো যে এই সমস্ত সম্পত্তি আদি একদিন শেষ হয়ে যাবে । আমাদের এই ধরণী নতুন সতোপ্রধান হওয়া চাই । এখন তো তমোপ্রধান । লক্ষ্মীর আহ্বান করে তখন সমস্ত ঘর পরিষ্কার করে যাতে শুদ্ধ গৃহে দেবী আসে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, দেবতারা এই ধরণীতে চরণ রাখেন না । তাঁরা কেবল সাক্ষাৎকার করান । সাক্ষাৎকারে তো ধরণীতে চরণ থাকেই না । মীরাও ধ্যানে দর্শন করতেন । এখানে কোনো দেবতা আসতে পারে না । দেবতারা সত্যযুগে থাকে আর কলিযুগে দেবতার বিপরীত । দেবতা আর অসুরের লড়াই হয় না । বাস্তবে এ হলো মায়ার লড়াই । যোগবলের দ্বারা মায়াকে জয় করান, সকলের সদ্গতি করান একমাত্র শিব বাবা । প্রথম - প্রথম হলো রুদ্র মালা । ওখানে এই মালাকে কেউই জানেই না । তোমরা এই সঙ্গম যুগেই জানো যে, ব্রাহ্মণদের মালা তো হতে পারে না । এর পরে হলো বিষ্ণুর মালা । এ সবই হলো বিস্তারিত কথা । কেউ কেউ বলে, আমাদের ধারণাই হয় না । আচ্ছা, এতে কোনো সমস্যা নেই । বাবাকে স্মরণ করা তো সহজ, তাই না । যেই বাবার থেকে তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাও, জোরদার উপার্জন হয়, তোমরা সেই বাবাকে কিভাবে ভুলে যাও । মায়া তোমাদের বুদ্ধির যোগ সরিয়ে দেয় । সাজন, যে শৃঙ্গার করিয়ে মহারানী তৈরী করে, এমন সাজনকেই ভুলে যায় । অর্ধেক কল্প ধরে মায়ার রাজত্ব চলে । তোমরা এখন মায়াকে জয় করে জগৎজিৎ হও ।

ওই সম্পূর্ণ দুনিয়া কিভাবে চলে - তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্তই জানো । নাটক যখন দেখে আসে তখন জানতে পারে যে, পরের দিকে এখন এই সীন হবে । এতে এমন নয় । তোমরা জানো যে, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা চলছে তাই ড্রামা । ড্রামার দৃশ্যের উপর মজবুত থাকতে হবে । যা কিছুই হয়ে যায় সবই ড্রামা । এখানে অখুশী হওয়ার কোনো কথাই নেই । কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে, তার আবার গিয়ে অন্য কোথাও অভিনয় করতে হবে । এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে । তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকা উচিত । তোমাদের শঙ্খধ্বনি করে বাবার পরিচয় দান করতে হবে । তোমাদের হাতে যেন এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র থাকে, যেই চিত্র দেখিয়ে বলবে যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ভারতের মালিক ছিলেন । এখন হলো কলিযুগ । বাবা আবার এসেছেন রাজ্য - ভাগ্য দান করতে । আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা পড়ছি, আমরা ঠাকুরদার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । তোমরাও যদি নিতে চাও, নিতে পারো । এ হলো তোমাদের নিমন্ত্রণ, এরপর অনেকেই আসবে, বৃদ্ধিও হতে থাকবে । শিব জয়ন্তীতেও ভালোই আওয়াজ ছড়াবে। আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ড্রামার ট্র্যাকের উপরে দৃঢ় বা মজবুত থাকতে হবে । কোনো কথাতেই অখুশী হয়ো না । সদা খুশীতে থাকতে হবে ।

২) একে অপরকে সাবধান করে দিয়ে উন্নতিতে যেতে হবে । কাজকারবার করেও বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদানঃ- সুখ স্বরূপ হয়ে সবাইকে সুখ প্রদান করে মাস্টার সুখদাতা ভব

সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দুঃখের চিহ্নমাত্রও থাকবে না, কেননা সুখদাতার সন্তান তোমরা হলে মাস্টার সুখদাতা । যে মাস্টার সুখদাতা হয়, সুখ স্বরূপ হয়, সে নিজে দুঃখে কীভাবে আসতে পারে । সে বুদ্ধির দ্বারা দুঃখধাম থেকে কিনারা করে নিয়েছে । সে স্বয়ং তো সুখ স্বরূপ থাকেই, আবার অন্যদেরও সুখদান করে । বাবা যেমন প্রতিটি আত্মাকে সদা সুখদান করেন, তাই বাবার যেমন কার্য, তেমনই বাচ্চাদের কার্য । কেউ যদি দুঃখদানও করে, তবুও তোমরা দুঃখ দিতে পারো না, তোমাদের স্লোগান হলো - "না দুঃখ দাও, আর না দুঃখ নাও ।"

স্লোগানঃ- প্রফুল্লিত এবং গম্ভীর হওয়ার ব্যালেন্সকে ধারণ করে একরস স্থিতিতে স্থির থাকো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;